ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ শিল্পা শেঠি-রাজ কুন্দ্রার ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

পৃঃ ৫

আসন্ন বিশ্বকাপে ▶▶ নতুন দায়িত্বে দেখা যাবে কোহলিকে!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১১০ ● কলকাতা ● ১০ বৈশাখ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৩ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এবার এই জোচ্চোরদের বিদায় দিতে হবে:অভিজিৎ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৬ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছিল। তা হল, যাঁরা যোগ্য তাঁদের সুযোগ না দিয়ে প্যানেলের মেয়াদ বাড়িয়ে অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরি করে বেআইনি ভাবে ২৫ হাজার ৭৫৩জনকে নিয়োগ করা হয়।বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'এই মুখ্যমন্ত্রী জোচ্চোর। তিনি জোচ্চোরদের আশ্রয় দেন। তিনি মিথ্যাচারী। এই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এখনই পদত্যাগ করা। বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে লোকসভা ভোট হোক'। তাঁর কথায়, 'আজকে আনন্দের দিন নয়। এবার এই জোচ্চোরদের বিদায় দিতে হবে। দুর্নীতির কারণে চাকরি থেকে শুধু হিন্দুরা বঞ্চিত হননি মুসলমানরাও হয়েছেন। তাই হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই শাসক দলকে বয়কট করা উচিত'।সোমবার তাঁদের সবার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু তা নয়, চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের বেতনের টাকা ১২ শতাংশ সুদ সহ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

কলকাতা উচ্চ আদালতের এই রায় ঘোষণা করার পরই সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, যাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে কী বলবেন? প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'তাঁদের উদ্দেশে শুধু একটা কথাই বলব, ওঁরা জোচ্চোর, ওঁদের ফাঁসি হওয়া উচিত। আবারও বলব ওঁরা

এরপর ৩ পাতায়

৩০ লক্ষ মেধার পিঠে ছুরি মেরেছে তৃণমূল: শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বালুরঘাট: নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয় দফায় ২৬শে এপ্রিল জেলায় লোকসভা নির্বাচন। ২০২৪ লোকসভা ভোটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র শাসক এবং বিরোধীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আসন হয়ে উঠেছে। দেশের রাজনৈতিক মেগাস্টাররা ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রার্থীর সমর্থনে জেলায় ভোটের প্রচার করে গেছেন। সোমবার বিজেপি প্রার্থী তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের কুমারগঞ্জ এবং ইটাহারে জনসভা করলেন বিধানসভার বিরোধিতা দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কুমারগঞ্জে জনসভায় বক্তৃতা শুরু থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে নিশানা করেন শুভেন্দু। সোমবার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য প্রায় ২৬০০০ চাকরি বাতিল হয়। এদিন এ প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী কে কাঠগোড়ায় তোলেন বিরোধী দলনেতা। এ বিষয়ে বলতে কি শুভেন্দু বলেন, "এতদিন আমি,সুকান্ত বাবু আর দিলীপ দারা বলতাম, এখন আদালত বলছে তৃণমূল চাকরি চুরি করেছে"। এর পাশাপাশি শুভেন্দু বলেন, "আমরা জাতের নামে, ধর্মের নামে ভোট চাই না। আমরা উন্নয়নের দাবিতে ভোট চাই"।

লোকসভা ভোটের মুখে সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপরে নির্যাতনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। ভোটের প্রাচারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই 'অস্ত্র' যে বিরোধী বিজেপি ব্যবহার করবে, তা সে সময়ই স্পষ্ট হয়েছিল। এদিন সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের ভোটের প্রচারের মঞ্চে হাজির করালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও বিজেপির হয়ে জেলায় ভোটের প্রচারে এর আগেও এসেছিলেন সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মহিলারা। জেলার গঙ্গারামপুরের জনসভায় সুকান্ত মজুমদারের হয়ে ভোট প্রচার করে গেছেন তারা।

এদিনের জনসভায় বিরোধী দলনেতার জেলার কিংবা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের দিশা দেখানোর পরিবর্তে কেবলমাত্র রাজ্য সরকার এবং ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে আক্রমণ করতেই বেশি বাক্য ব্যবহার করেছেন। শিক্ষা এবং নিয়োগ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিষয়ে

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের মধ্যে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুশোভন সিংহ: নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের মধ্যেই এসএসসি মামলায় ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করল কলকাতা হাই কোর্টের। ২০১৬ সালের প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁরা। প্যানেলের মেয়াদ শেষের পরে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের বেতন ফেরত দিতে হবে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সোমবার এসএসসি মামলার রায় ঘোষণা করেছে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শাব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি। আদালত জানিয়েছে, এসএসসি প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে হবে। সুদের হার হবে বছরে ১২ শতাংশ। চার সপ্তাহের মধ্যে বেতন ফেরত দিতে বলেছে আদালত। লোকসভা ভোটের মাঝে এসএসসি মামলার এই রায় রাজ্য সরকারের কাছে বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনেক ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যে আপলোড করা

এরপর ৩ পাতায়

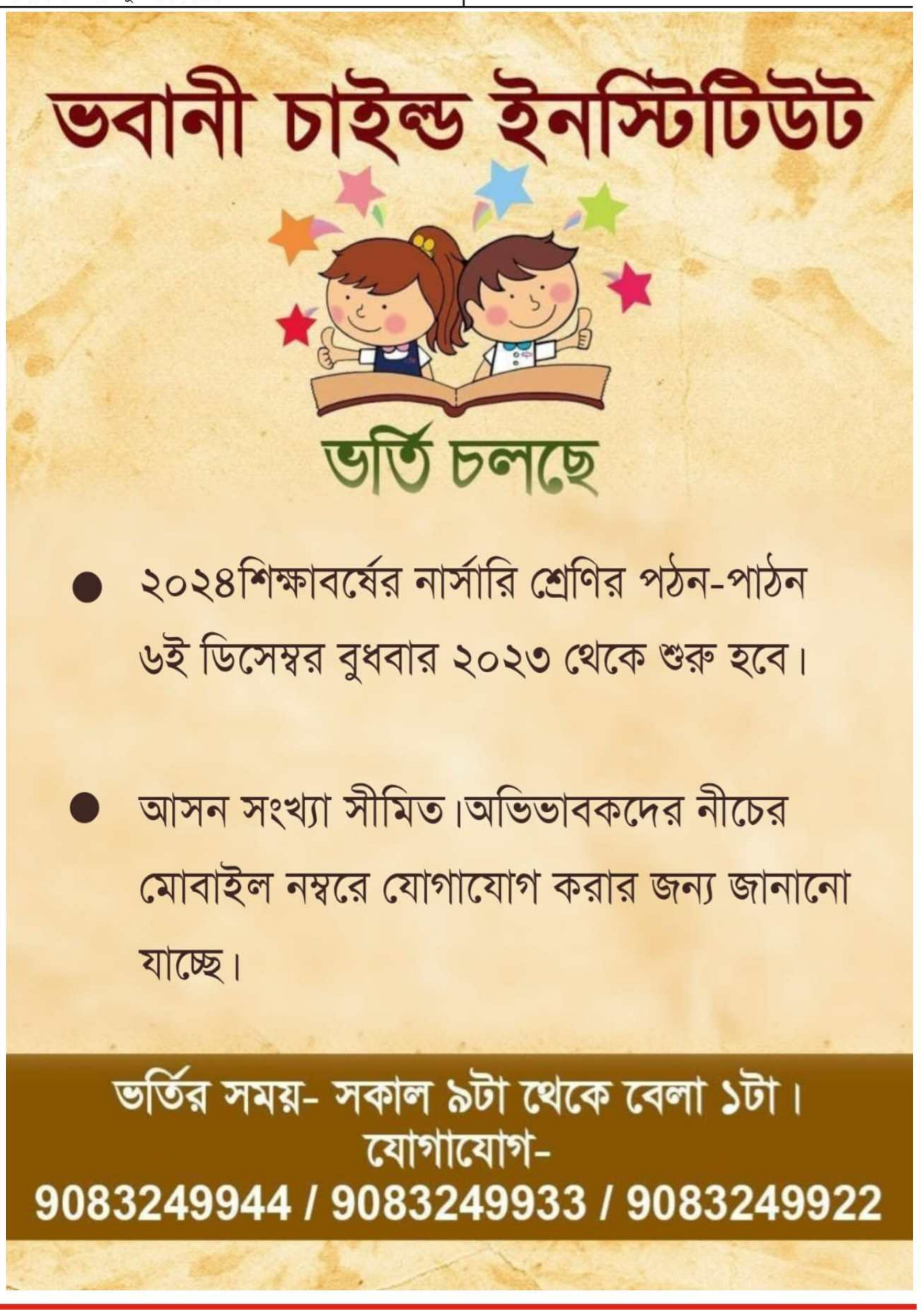

সিপিএম রাজ্য দফতরে বিমান বসুর সঙ্গে দেখা করে এলেন বিজেপির তাপস রায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোট চলছে। রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-নেত্রীর মধ্যে কুমন্তব্য বিনিময়ের একাধিক উদাহরণও সামনে আসছে। কিন্তু তার মধ্যেও সৌজন্যের ছবি দেখতে পাচ্ছে বাংলা। সোমবার সিপিএম রাজ্য দফতরে বিমান বসুর সঙ্গে দেখা করে এলেন বিজেপির তাপস রায়।সোমবার বীরভূমেও দেখা গেছে এমন সৌজন্যের ছবি। মনোনয়ন জমা দিতে এসেছিলেন বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরে সিউড়িতে জেলাশাসকের অফিস চত্বরে কারও অপেক্ষায় ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। পরে দেখা যায়, এই কেন্দ্রেরই কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

ভোট আসতেই পারদ চড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে। বিভিন্ন জেলায় উত্তেজনা পরিণত হচ্ছে সংঘর্ষে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে এই ধরনের ঘটনা সত্যিই অন্য বার্তা দেয়। তবে ভোটের দিনও কি এমন সৌজন্য দেখা যাবে? এই প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী প্রবীণ নেতা তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে দেখা করেছেন সোমবার দুপুরে। তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর কলকাতার জেলা বিজেপির সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। তাপস রায় পরে সংবাদমাধ্যমে জানান, তিনি বর্ষীয়ান বাম নেতার আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন। কোনও রাজনৈতিক কথা হয়নি তাঁদের মধ্যে। বিমান বসু নিজেও সংবাদমাধ্যমে জানান, "এখানে যে কেউ আসতে পারে। সে প্রার্থী হোক কিংবা অন্য কেউ। উনি ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।" গত ১৮ এপ্রিল বহরমপুর জেলা প্রশাসনিক ভবনে জঙ্গিপুর লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী মুর্তজা হোসেন ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম মনোনয়নপত্র জমা দেন। দুই পক্ষের তরফে বিরাট মিছিল করা হয়। এই মিছিলেই একসঙ্গে হাঁটতে দেখা যায় সেলিম এবং অধীরকে। সিপিএম উত্তরীয় পরে হাসিমুখে সেলিমের সঙ্গে হাঁটেন অধীর।

গৃহযুদ্ধে পুড়ছে মায়ানমার

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : গৃহযুদ্ধে পুড়ছে মায়ানমার। সংঘাতে জড়িয়েছে বার্মিজ সেনা তথা 'টাটমাদাও'ও বিদ্রোহী আরাকান আর্মি। এখনও নেভেনি সংঘর্ষের আগুন। প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই সংঘাতের আঁচ এসে লাগছে পড়শি দেশগুলোতেও। গত মাস তিনেক ধরে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন বহু সেনা। অপরদিকে বাংলাদেশ থেকে মায়ানমারের ২৮৫ জন সেনা সদস্য ফেরত যাবেন, আর দেশটি থেকে ১৫০ জন বাংলাদেশি ফিরবেন বলে জানালেন বিদেশমন্ত্রী ও আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাসান মাহমুদ। ঢাকার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মায়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) ও সেনাবাহিনীর ২৮৫ জন সদস্যকে মায়ানমারের জাহাজে নৌপথে ফেরত যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে। মায়ানমারে আটকে পড়া ১৫০ জন বাংলাদেশিও একই জাহাজে ফেরত আসবে।"আশ্রয় নেওয়ার জন্যে সীমান্তে অপেক্ষা করছেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা। ফলে ফের বড় সংখ্যায় শরণার্থীদের ঢল নামার আশঙ্কা করছে ঢাকা।

বলে রাখা ভালো, গত মার্চ মাসেই বাংলাদেশের নাইক্ষ্যংছড়িতে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মায়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ২৯ জন সদস্য। পালিয়ে আসা ২৯ জনকে নিরস্ত্র করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সকলকে রাখা হয় পুলিশের হেফাজতে। সীমান্ত পেরিয়ে এদেশের ঢোকার চেষ্টা করছেন রোহিঙ্গারাও। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ঢুকেও পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মায়ানমারে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে সেনা। চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী।ক্রমবর্ধমান তহবিল সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আন্তর্জাতিক মহলকে রোহিঙ্গাদের জন্য অনুদান আরও বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের

এরপর ৪ পাতায়

চাকরি বাতিলের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের নিয়োগ বাতিলের ঘোষণা করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। নিয়োগ মামলায় রায় ঘোষণার পর আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে খুশির আমেজ। তাঁরা দ্রুত চাকরি পাবেন বলেই আশা করছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।বিরোধীরা মনে করছে, লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় শাসক দলকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। রায় ঘোষণার পরই আন্দাজ করা গেছিল যে, এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হতে পারে। তেমনটাই হল। পাশাপাশি যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করছেন কিনা সেটাও দেখার বিষয়।স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক এবং অশিক্ষক শিক্ষা কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মোট ৩৫০টি মামলা হয়েছিল। সেই সব মামলা একত্র করে সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে। শুধু চাকরি বাতিল নয়, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এও জানিয়ে দিয়েছে, অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরির মাধ্যমে যাদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল, ৪ সপ্তাহের মধ্যে তাদের বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে।

উচ্চ আদালতের ৮১ পৃষ্ঠার এই রায় শিক্ষা দফতর তথা স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপর বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তা নয়, এক সঙ্গে প্রায় ২৫ হাজার জনের চাকরি বাতিলের ঘটনার অভিঘাত কী হয় সেটাও দেখার। এর মাঝেই রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শীর্ষ আদালত আদৌ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে কিনা তার দিকেই নজর রাখবে সকলে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর মহিলা আধিকারিকদের নিয়ে ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযানের পরে ফিরেছে আইএনএসভি তারিণী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় দুই মাস ধরে ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযানের পরে ২১ এপ্রিল ২০২৪-এ গোয়ায় নিজস্ব ঘাঁটিতে ফিরেছে ইন্ডিয়ান ন্যাভাল সেলিং তারিণী। ভারতীয় নৌবাহিনীর মহিলা

এরপর ৪ পাতায়

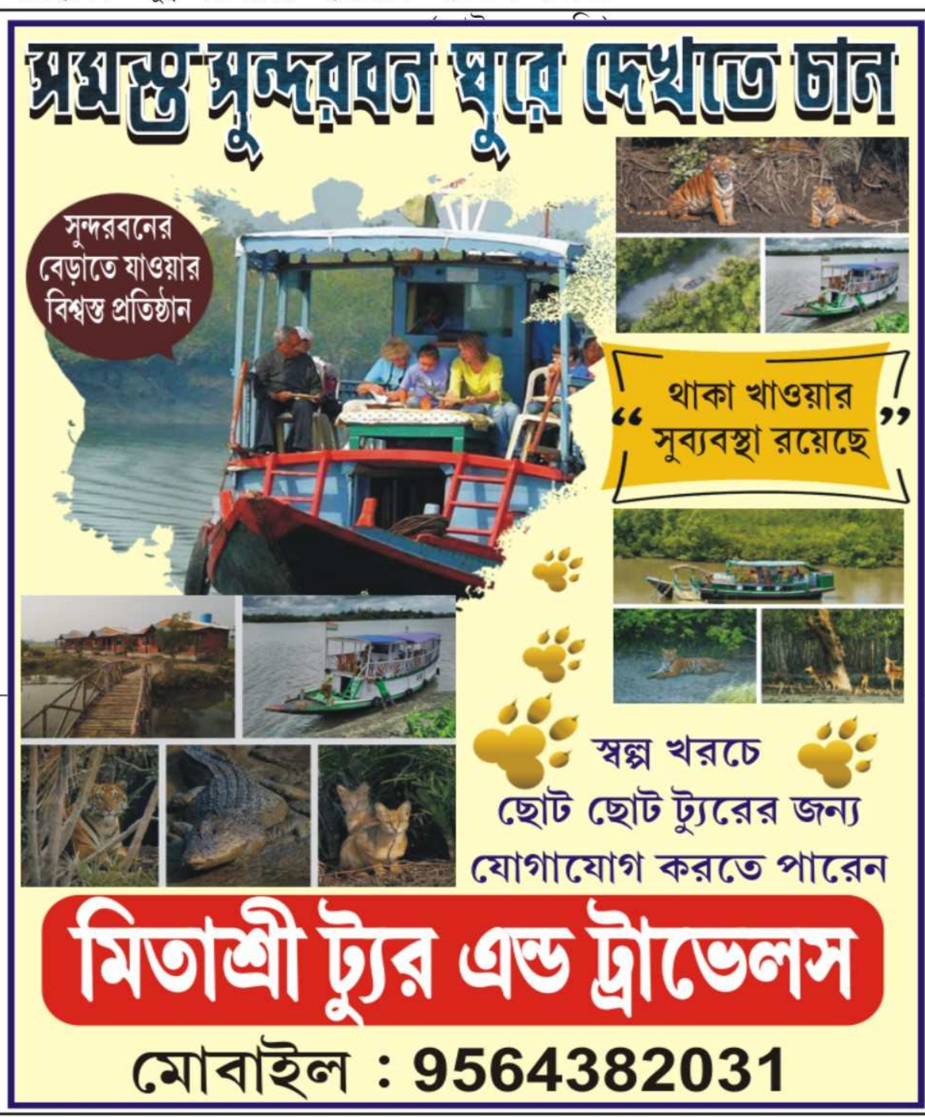

রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্থানে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র 'জলসেবা' সপ্তাহ শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্রীষ্মের প্রখর দাবদহে তৃষ্ণার্ত পথচারীদের ঠাণ্ডা পাণীয় জল পান করার জন্য রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্থানে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র 'জলসেবা' সপ্তাহ আজ শুরু হল। বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র প্রতিষ্ঠা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ জানালেন সপ্তাহভর সারা পশ্চিমবঙ্গের ৭০টি স্থানে পথচারীদের ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ পাণীর জল বিতরণ করা হবে। প্রতি বছরই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

বিজেএমসি সন্দেশখালি পরিদর্শন করেছে

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ভারতীয় জনতা মজদুর সেল (বিজেএমসি) আজ সন্দেশখালি পরিদর্শন করেছে, যা আজকাল সারা দেশে খবরের শিরোনাম সেখানে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে একটি সভা করেছে বিজেএমসি জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, বিজেএমসি সন্দেশখালি জেলিয়া খালি গ্রাম পঞ্চায়েতে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক করেছে। বিজেএমসির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজু আয়েঙ্গার, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিক রায়, বসিরহাট বিজেএমসি সভাপতি জয়ন্ত কে আর মন্ডল, সাধারণ জেনারেল মনোরঞ্জন রাপ্তান সহ আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সন্দেশখালির জোড়া খুন মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে, মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে কেন চার্জশিট জমা দেয়নি রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার সন্দেশখালির জোড়া খুন মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে। সকল নথি থাকার পরেও মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে কেন চার্জশিট জমা দেয়নি রাজ্য? এদিন তা জানতে চান বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সেই সঙ্গেই বলেন, তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার অবসর নিলেই মামলার প্রতি তাঁর দায় শেষ হয়ে যায় না।একথা শুনেই বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, এই মামলায় তৎকালীন তদন্তকারী অফিসারের কী বক্তব্য সেটা জানতে হবে। এখানেই না থেমে তিনি বলেন, 'অবসর নিয়ে নিয়েছেন মানেই সব দায় শেষ হয়ে যায় না। এই বিষয়ে তাঁর অবস্থান জানাতে হবে'। সন্দেশখালির জোড়া খুন মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে আগামী ১৬

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

৩০ লক্ষ মেধার পিঠে ছুরি মেরেছে তৃণমূল: শুভেন্দু

বলতে গিয়ে উনি বলেন,"৩০ লক্ষ মেধার পিঠে ছুরি মেরেছে এই সরকার"। ঘটনা উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘদিন মামলা চলার পর সোমবার সকালে বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আমাদের রাজ্যে যেকোনো বিষয় নিয়েই যখন রাজনীতি হয়ে থাকে, তখন এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রাজনীতি হবে না! এটা কোনদিন হতে পারে। রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী একে অপরকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ করেন এ বিষয়ে।

১-ম পাতার পর

ভোটের মধ্যে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল

হয়েছে। যেগুলি এখনও আপলোড করা হয়নি, সেগুলি দ্রুত আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উত্তরপত্র জনগণ যাতে দেখতে পান, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে কমিশনকে। একইসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, এই মামলার তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই। অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির জন্য চাইলে সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সবার চাকরি বাতিল হলেও মানবিক দিক বিচার করে ক্যান্সারে আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বহাল রেখেছেন মহামান্য আদালত। এদিন সকাল আনুমানিক ১০টা ৩৪ মিনিট নাগাদ রায় পড়া শুরু করলেন মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক। মোট ২৮১ পৃষ্ঠার রায় পড়ছেন তিনি। এউ রায়কে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন অংশে। দীর্ঘদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ২৪ হাজারের বেশি শূন্যপদের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। যার প্রতিবাদে দীর্ঘ ১১৩৫ দিন ধরে বিক্ষোভ দেখাচেছন চাকরিপ্রার্থীরা। যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পাননি। টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে চাকরি। অযোগ্য প্রার্থীরা চাকরি কিনেছেন। এমনটাই অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের। সোমবার যখন মহামান্য আদালত রাজ্যে চাকরি বাতিলের ঘোষণা করেন, তখন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লোকসভা ভোটের প্রচারে বালুরঘাটে ছিলেন। বালুরঘাটে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান,"আমি রায়ের কপি হাতে পাই নি, তবে এসএসসি-র সাথে আমার কথা হয়েছে, আমরা আইনি পরামর্শ নেব এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারি কিনা"। প্রাথমিকভাবে এই রায়ে মহামান্য আদালত নির্দেশ দিয়েছেন,এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনেক ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র এসএসসির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। যেগুলি এখনও আপলোড করা হয়নি, সেগুলি দ্রুত আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উত্তরপত্র যাতে জনগণ যাতে দেখতে পান, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। এসএসসির প্যানেলের মেয়াদ শেষের পরে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের জনগণের টাকা থেকে বেতন দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে সুদ-সহ সেই বেতন ফেরত দিতে হবে সকলকে। বছরে ১২ শতাংশ সুদের হারে। আদালত জানিয়েছে, অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির জন্য সিবিআই মনে করলে সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে এবং এসএসসি মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই। এই চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে রায়গঞ্জে দলীয় সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আদালতের রায়ে যাদের চাকরি গেছে তাদের তাঁদের পাশে থাকবেন তিনি। সোমবারের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাবেন তিনি। এই রায়কে 'বেআইনি' বলেও দাবি করলেন তিনি। বিগত দিনে রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজনৈতিক জনসভা থেকে "বোমা " প্রসঙ্গ টেনে এদিন জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বোমা ফাটাবেন, বোমা? ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাবে, এমন বোমা! আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব। লড়াই করব। রায়কে চ্যালেঞ্জ করছি। উচ্চ আদালতে যাব। আশা রাখুন।' নাম না করে শুভেন্দুকে আরও কটাক্ষ করেছেন তিনি। কী ভাবে শুভেন্দু সোমবারের রায়ের কথা শনিবার জেনেছিলেন, সে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়,ওধিক্কার জানাই। কোর্ট কী রায় দেবে, তুই আগে জানলি কী ভাবে? সোমবার রায় দেবে, শনিবার জানলি কী ভাবে? যদি রায় নিজেরা লিখে না দিস? রায় নিজেরা তৈরি করে না দিসৠ মুখ্যমন্ত্রী যখন রায়গঞ্জে জনসভা করছিলেন তখন বালুরঘাটের কুমারগঞ্জ বিধানসভায়ার বরাহার মাঠে বিজেপি প্রার্থী তথা বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে সভা করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে শুভেন্দু বলেন,"তৃণমূল চোরের দল, এরা ৩০ লক্ষ মেধার পিঠে ছুটি মেরেছে"। লোকসভা ভোট চলাকালীন এসএসসি মামলার রায়-এর ফলে রাজনৈতিকভাবে রাজ্যে শাসক দল কিছুটা সমস্যায় পড়বে বলেই মনে করেন রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

১-ম পাতার পর

এবার এই জোচ্চোরদের বিদায় দিতে হবে:অভিজিৎ

জোচ্চোর ওঁদের ফাঁসি হওয়া উচিত'। তাঁর কথায়, 'যে সব চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলন করছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। এই জোচ্চোরদের কারণে তাঁদের জীবনের বহুমূল্য সময় নষ্ট হল'।স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি এবং নবম-দশমের জন্য প্যানেল তৈরি হয়েছিল ২০১৬ সালে। পরে প্যানেলের মেয়াদ বাড়িয়ে এবং অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে প্রায় ২৬ হাজার জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রায় ৭ বছর ধরে সরকারি চাকরি করেছেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন। অভিযোগ হল, এই চাকরি অনেকেই অর্থের বিনিময়ে পেয়েছেন। অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার জন্য মোটা টাকা দিয়েছেন। এখন তাঁদের সাত বছরের বেতনের টাকা একসঙ্গে ফেরত দিতে হবে। শুধু তা নয়, ১২ শতাংশ হারে সুদও গুণতে হবে। ফলে এই ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের উপর যে বড় খাঁড়া নেমে এসেছে তা নিয়ে সংশয় নেই। ইতিমধ্যে তাঁদের এ ব্যাপারে প্রশাসনের একাংশে একটা উদ্বেগও তৈরি হয়েছে।

২ পাতার পর

সন্দেশখালির জোড়া খুন মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে , মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে কন চার্জশিট জমা দেয়নি রাজ্য

মে।উনিশের লোকসভা নির্বাচনে হাটগাছি এলাকার ৫৬ নম্বর বুথে বিজেপি জিতেছিল। এরপর সন্দেশখালির বুকে দু'জনকে খুনের অভিযোগ ওঠে। ভোটগণনার ঠিক এক সপ্তাহ পরে বিজেপি কর্মী প্রদীপ মণ্ডলকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। সেই সঙ্গেই আরও একজনকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে এলাকার 'ত্রাস' শেখ শাহজাহান , জিয়াউদ্দিন মোল্লা, আখের আলি গাইন সহ বেশ কয়েকজনের।প্রয়াত বিজেপি (BJP) কর্মী প্রদীপের স্ত্রী একাধিক সন্দেহভজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তবে দেখা যায়, ঋওজ-এর প্রথমে শাহজাহানের নাম থাকলেও আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার সময় তাঁর নাম নেই। আজকের শুনানিতে এই নিয়েই প্রশ্ন করেন জাস্টিস সেনগুপ্ত আজ রাজ্যের তরফ থেকে দাবি করা হয়, 'অভিযুক্তের নাম চার্জশিট দিতে কাউকে বারণ করেনি রাজ্য। তবে আগের তদন্তকারী অফিসার যিনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, তিনি কী করেছেন বলতে পারব না'।

একথা শুনেই বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, এই মামলায় তৎকালীন তদন্তকারী অফিসারের কী বক্তব্য সেটা জানতে হবে। এখানেই না থেমে তিনি বলেন, 'অবসর নিয়ে নিয়েছেন মানেই সব দায় শেষ হয়ে যায় না। এই বিষয়ে তাঁর অবস্থান জানাতে হবে'। সন্দেশখালির জোড়া খুন মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে আগামী ১৬ মে।

আগামী শুনানির দিন রাজ্যকে কেস ডায়েরি হাজির করার নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। আজকের শুনানিতে ফের মামলাকারীর তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে। প্রায় ৫ বছর কেটে গেলেও পরিবারগুলো ন্যায়বিচার পায়নি, বলা হয় একথাও।

১৮ তম মুম্বই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (এমআইএফএফ)-এ বিশেষ অ্যানিমেশন কর্মশালার আয়োজন এনএফডিসি-র

নতুন দিল্লি ২২ এপ্রিল ২০২৪: নিউজ সারাদিন : মুম্বই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (এমআইএফএফ)-এর আয়োজক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের মূল সংস্থা জাতীয় চলচিচত্র উন্নয়ন নিগম (এনএফডিসি), ১৮তম মুম্বই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (এমআইএফএফ)-এ বিশেষ অ্যানিমেশন কোর্স এবং ভিডিও গ্র্যাফিক্সের ওপর বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছে। এ ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র পেশ

এরপর ৪ পাতায়

মা-বোনদের সোনার গয়না কেড়ে নিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেয় কংগ্রেস: মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মা-বোনদের সোনার গয়না কেড়ে নিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেয় কংগ্রেস! নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এই মন্তব্যের পালটা দিয়ে সুর চড়িয়ে বিরোধীদের দাবি, দেশের বহু সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই এইভাবে বিভেদের রাজনীতি ছড়াতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী।

তবে বিরোধীদের সমালোচনার সাফাই দিতে ২০০৬ সালে মনমোহনের বক্তব্যের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে বিজেপি। তাদের মতে, প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ এনেছেন বলে বিরোধীদের মাথা ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবলের তোপ, এমন বিতর্কিত মন্তব্য করার পরেও মোদির বিরুদ্ধে কমিশন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কেন?২০০৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আক্রমণ শানান মোদি। রবিবার রাজস্থানের একটি সভায় গিয়ে তিনি বলেন, “সরকারে থাকাকালীন কংগ্রেস বলেছিল দেশের সম্পদের উপর মুসলিমদের অধিকার সকলের আগে। অর্থাৎ দেশের সম্পদ বন্টন করা হবে তাদের মধ্যে, যাদের পরিবারে বেশি সন্তান রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে দেশের সম্পদ। কংগ্রেসের ইশতেহারেই বলা হয়েছে, মা-বোনদের সোনার গয়নার হিসেব করে সেই সম্পদ বিতরণ করা হবে। মনমোহন সিংয়ের সরকার তো বলেই দিয়েছে, দেশের সম্পদে অধিকার মুসলিমদেরই। আপনাদের মঙ্গলসূত্রটাও বাদ দেবে না।”লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র নিন্দা শুরু করেছে কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধী বলেন, “প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই হতাশ হয়ে পড়েছেন মোদি। সেই জন্যই মিথ্যা কথা বলে আমজনতার নজর ঘোরাতে চাইছেন। কিন্তু দেশের মানুষ সমস্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখেই ভোট দেবেন।” মোদিকে তোপ দেগেছেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও। তাঁর কথায়, “প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী বলেছেন। আসলে ২০০২ সাল থেকে মুসলিমদের নির্যাতন করেই ভোট পেয়ে আসছেন মোদি। তাঁর জমানায় সমস্ত সম্পদ গিয়েছে ধনকুবের বন্ধুদের হাতে।”

চাকরি হারানো শিক্ষকরা ভোটের ডিউটি করতে পারবেন না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোম সকালে গোটা রাজ্যের চোখ ছিল কলকাতা হাইকোর্টের দিকে। কেননা এদিনই রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার রায় প্রদান করেছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বর রশিদির স্পেশাল ডিভিশন বেঞ্চ।ভোট মানেই সরকারি কর্মীদের মাথা ব্যাথা। কেননা তাঁরাই নির্বাচনের ডিউটি সামলান প্রিসাইডিং অফিসার থেকে বুথকর্মী হিসাবে। এবারে লোকসভা নির্বাচনেও তাঁরাই ভোটের ডিউটি দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আছেন। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে যাদের চাকরি গিয়েছে তাঁদের মধ্যে সাড়ে ১৭ হাজার জন ভোটের ডিউটির জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং হয় নির্বাচনী ডিউটি সেরে ফেলেছেন কিংবা সারতে চলেছিলেন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই একটি দফায় ৩টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও ৬ দফায় আরও ৩৯টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের বিষয় বাকি আছে। এখন আদালতের নির্দেশে প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী এদিন নিজেদের চাকরি তো হারিয়েইছেন, ভোটের ডিউটি থেকেও রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে কীভাবে এই

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১১০ সংখ্যা ২৩ এপ্রিল, ২০২৪ মঙ্গলবার ১০ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

মমতা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্তর নির্দেশ

বেআইনি নিয়োগ করতে অনেক অতিরিক্ত পদ (সুপারনিউমেরিক পদ) তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারই সেই অনুমোদন দিয়েছিল। সোমবার কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে, যাঁরা অতিরিক্ত পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের তদন্তে উঠে আসা এই নথিতে ২০২২ সালের ৫ মে তারিখ দেওয়া রয়েছে। ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসার পরেই শিক্ষামন্ত্রীর পদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে গিয়েছিল ব্রাত্য বসুর কাছে। অর্থাৎ, যে সময়ে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এই অতিরিক্ত পদের অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগ, সেই সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ব্রাত্য বসু। পার্থ ছিলেন শিল্পমন্ত্রী। ২০২২ সালের জুলাই মাসে এসএসসি মামলায় পার্থকে গ্রেফতার করা হয়। ব্রাত্যকে সোমবারের এই নির্দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, "আমরা যেহেতু রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছি, তাই এ বিষয়ে এখন আমি কিছু বলব না।"

সোমবার এসএসসি মামলার রায় ঘোষণা করেছে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শাব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। চাকরি গিয়েছে ২৫,৭৫৩ জনের। আদালত এই সংক্রান্ত তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে সিবিআইকে। সেই সঙ্গে এসএসসি প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের বেতন সুদ-সহ ফেরত দিতে বলা হয়েছে। বছরে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে ওই চাকরিপ্রাপকদের। লোকসভা নির্বাচনের আগে এসএসসি মামলায় হাই কোর্টের এই রায় রাজ্য সরকারের কাছে বড় ধাক্কা। ইতিমধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। রায়গঞ্জের সভা থেকে রায়কে 'বেআইনি' বলে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রয়োজনে ওই ব্যক্তিদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা, জানিয়েছে আদালত।

এসএসসি মামলার নির্দেশনামায় আদালত জানিয়েছে, এই দুর্নীতির প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি জানতে, কারা এর সঙ্গে জড়িত তা বুঝতে সিবিআই তদন্ত আবশ্যিক। অতিরিক্ত পদগুলি তৈরির বিষয়ে আরও তদন্ত করতে হবে সিবিআইকে। এ প্রসঙ্গে আদালতের মন্তব্য, "রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভাও এসএসসিতে বেআইনি চাকরি রক্ষা করার স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বিস্ময়কর। এই নিয়োগগুলি প্যানেলের বাইরে এবং প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে করা হয়েছে, তা জেনেও চাকরি বাঁচাতে চেয়েছেন সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা।"

অভিযোগ, এসএসসিতে টাকার বিনিময়ে যাঁরা বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের নিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত শূন্যপদ ছিল না। তাই বেশ কিছু অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল। এগুলিকেই সুপারনিউমেরিক পদ বলা হচ্ছে। ওই পদগুলিতেই অযোগ্য প্রার্থীদের একটা বড় অংশকে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ। এ ভাবেই খাতায়-কলমে দেখানো হয়, তাঁদের নিয়োগ আসলে বৈধ। আদালত জানিয়েছে, এই অতিরিক্ত পদ তৈরি করে অবৈধ নিয়োগগুলিকে স্বীকৃতি দিতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাতেও সেই সিদ্ধান্তগুলির অনুমোদন হয়েছে।

এসএসসি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরের একটি চিঠি হাতে পেয়েছে সিবিআই। যা তারা আদালতে জমা দিয়েছে। সেখানে চিঠির বিষয় হিসাবে বলা হয়েছে, "ওয়েটিং লিস্টের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি এবং সরকার-পোষিত স্কুলে সহকারী শিক্ষক (কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা-সহ) এবং অশিক্ষক কর্মীর কিছু 'সুপারনিউমেরিক পোস্ট' তৈরির প্রস্তাব।" রাজ্য মন্ত্রিসভাকে ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রস্তাবপত্রে নবম-দশমের জন্য ১,৯৩২টি, একাদশ-দ্বাদশের জন্য ২৪৭টি শিক্ষকের অতিরিক্ত পদ তৈরির কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া, গ্রুপ সি-র ১,১০২টি, গ্রুপ ডি-র ১,৯৮০টি অতিরিক্ত পদ এবং শারীরশিক্ষা, কর্মশিক্ষায় মোট ১,৬০০টি অতিরিক্ত পদ তৈরির কথা বলা হয়েছে।

আদালতের নির্দেশ, অতিরিক্ত পদ তৈরি করে বেআইনি ভাবে চাকরি দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের যে ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চালাবে। তদন্তের স্বার্থে সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা।

মনি পর্বতে রামকোটের মন্দির

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

পরিষদকে শিলান্যাসের অনুমতিও দিয়েছিলেন রাজীব। এমন কী ১৯৮৯-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারও তিনি অযোধ্যা থেকেই শুরু করেছিলেন। 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। শেষ লক্ষ্য আজ ভারতবাসীর হিন্দুসমাজের পুরণ হতে চলেছে, আর এটা সম্ভব নাকি নরেন্দ্র মোদির জন্য হয়েছে।২০২০-তে এসে নরেন্দ্র মোদি যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমিপুজো করছেন, তখন রাজীব-কন্যা রামলালার সাহস, সংযম, ত্যাগের গুনগানে ব্যস্ত। রামলালার মন্দিরের ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানকে জাতীয় ঐক্য, বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সমাগমের প্রতীক হিসেবে দেখছেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের মামলার আগে হলফনামা দিয়ে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড জানিয়ে দিল, অযোধ্যায় রামের জন্মভূমি থেকে মসজিদ সরিয়ে কোনও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হোক।

উত্তরপ্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের তরফে হলফনামায় লেখা হয়েছে, 'আমাদের মতে দুই বিবাদি পক্ষের উপাসনার স্থান, মসজিদ ও মন্দির যতটা দূরে রাখা যায় ততই ভাল। কারণ দুই গোষ্ঠীই লাউডস্পিকার ব্যবহার করলে তার ফলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে। এতে বিদ্বেষ বাড়ে।' তাঁরা আরও জানিয়েছেন, 'শান্তি আনার জন্য মসজিদকে মর্যাদা পুরষোত্তম শ্রীরামের পূণ্য জন্মভূমি থেকে যথাযথ দূরত্বে কোনও মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায়।'

কিন্তু শিয়া ওয়াকফ বোর্ড এই ধরনের প্রস্তাব মুসলমানদের তরফ থেকে কীভাবে দিতে পারে, সেই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে বোর্ড। তাঁদের মতে, 'বাবরি মসজিদ শিয়া ওয়াকফের অধীনে ছিল। ফলে উত্তর প্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল বোর্ড এই নিয়ে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের একমাত্র পক্ষ।'

এই হলফনামায় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকেও একহাত নিয়েছে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড। সুন্নি বোর্ড কট্টরপন্থীদের হাতে রয়েছে এবং তারা কখনওই শান্তিতে বিশ্বাস করে না বলে অভিযোগ করেছে শিয়া বোর্ড।যাক এসব বিতরকের কথা আমি এই লেখার মধ্যে আরেকটু সংযোজন করতে চাই ,আমি একচুয়ালি কোন ধর্মকে আঘাত করে এই লেখাটি লিখতে চাইনি। আমি অযোধ্যায় গিয়ে যাও অনুভূতি হয়েছিল তা আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চেয়েছি। এছাড়াও আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে যা আমার নিজের বোধগম্য হয়েছে, সে কথাগুলো কলমের ভাষাতে লিপিবদ্ধ করে যেতে চাইছে।আজ থেকে পাঁচ বছর আগে শেষবারের জন্য অযোধ্যায় গিয়েছিলেন সম্পুরা পরিবার চন্দ্রকান্ত সম্পুরা। পুত্র নিখিল এবং আশীস এখন মন্দির নির্মাণের কাজের মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নিখিলের ২৮ বছর বয়সী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পুত্র আশুতোষ।আশাসের উল্লেখযোগ্য কাজ, মুম্বাইয়ের আন্টিলায় আম্বানিদের ব্যক্তিগত মন্দির নির্মাণ। এছাড়া এই পরিবারের হাতেই তৈরি হয়েছে অক্ষরধাম মন্দির, অক্ষর পুরঃষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার মন্দির। লন্ডনের এই অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামী নারায়ন মন্দিরের প্রধান, মহন্ত স্বামী, রাম মন্দিরের ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ৭ সাধুর অন্যতম।এই অযোধ্যার রাম মন্দির কেমন দেখতে হবে?রাম মন্দির তৈরি হবে নগর শৈলী অনুযায়ী। প্রাথমিকভাবে মন্দিরের আকার-আকৃতি যেমনটা হবে বলে ভাবা হয়েছিল বাস্তবে তা হতে চলেছে আরও অনেক বড়। তিনটি অতিরিক্ত কুণ্ডলী যোগ হচ্ছে মূল নকশার সঙ্গে। একটি সামনে এবং দুটি দু'পাশে। কুন্ডলীর উপর প্রশস্ত হবে 'গূধ মন্ডপ'। মূল নকশায় ১৬০টি কলমের কথা বলা থাকলেও তা ৩৬৬তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে ১৬০ টি কলম থাকবে একতলায় ১৩২ টি থাকবে দোতালায়, ৭৪ টি থাকবে তিনতলায়। 'রাম দরবার' এর সিঁড়ির মাপও বদলেছে। ১৬ ফুট চওড়া হচ্ছে এই সিঁড়ি। মন্দিরের উচ্চতা প্রাথমিকভাবে ১৪১ ফুট নির্ধারিত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৬১ ফুট হবে বলে ঠিক হয়েছে। ২৩৫ ফুট আগে নির্ধারিত ছিল। ১৬০ ফুট মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৮০ ফুট থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০৭ ফুট। সবদিক থেকে মন্দিরের আকার বাড়ানো হয়েছে কারণ, সরকার চেয়েছে মন্দিরে যাতে আরো বেশি করে মানুষ স্থান পায়, এমনটাই জানাচ্ছেন সম্পুরা পরিবারের সদস্য আশীস। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি কলমে ১৬ টি মূর্তি থাকবে। এই মুর্তিগুলির মধ্যে থাকবে দশাবতার, ৬৪ যোগিনী, শিবের সবরকম রূপ এবং সরস্বতী দেবীর ১২ রূপ।

রাম মন্দিরের অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে অষ্টভুজাকার আকৃতি। এই রাম মন্দিরে থাকবে হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্যের প্রায় প্রতিটি নিদর্শন, যেমন চৌকি নৃত্য, গর্ভগৃহ।এই বিশালাকার মন্দির নির্মাণ করতে মোটামুটি সাড়ে তিন বছর সময় লাগবে বলে অনুমান সম্পুরা পরিবারের। কিন্তু করোনা অতিমারীর পরিস্থিতিতে গোটা কাজটি আরও ছয় থেকে আট মাস পিছিয়ে দিয়েছে। যাইহোক ধর্মের অস্তিত্ব কথা তুলে বলতে চাই।হিন্দু ধর্মে অনেক দেব-দেবী আচার এ সবের উর্ধ্বে উপনিষদ অখন্ড ব্রক্ষের কথা বলে। আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, হিন্দু শাশ্বত সত্তাকে মানে। এই সত্তাকে নিরূপণের প্রকাশের মুখ্য দু'টি পথ। একটি জ্ঞানের বা যুক্তি-তর্কর পথ, অন্যটি ভক্তির পথ বা অনুভব অনুভূতির পথ। হিন্দু ধর্মে আসলে কোনও Creed বা ধর্মবীজ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নানা ধর্ম নানা ভাষার মত আলাদা। কিন্তু আসলে এক। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সেই ৪৭' সাল থেকেই হচ্ছে। অনেকে বলেন, গান্ধীজীই প্রথম ধর্মকে ভারতের রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। এটি নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি। আপাতত বিতর্ক থাক, একটাই প্রত্যাশা, আমরা সেই আলবিরুনির দেখা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে রক্ষা করি।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

ভারতীয় নৌবাহিনীর মহিলা আধিকারিকদের নিয়ে ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযানের পরে ফিরেছে আইএনএসভি তারিণী

আধিকারিক লেফেটন্যান্ট কমোডর দিলনা কে এবং লেফেটন্যান্ট কমোডর রূপা এ এই অভিযানে যুক্ত হয়েছিলেন। নৌ চালনায় তাঁদের দুটি হাতই ব্যবহার করতে হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই অভিযানে ভারত থেকে তাঁরাই প্রথম এই সাফল্য অর্জন করে ঐতিহাসিক মাইল ফলক ছুঁলেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২৪-এ গোয়া থেকে এই অভিযানের সূচনা করেছিলেন বিখ্যাত ভূ-পর্যটক এবং তাঁদের পরামর্শদাতা কমোডর অবিলাশ টমি (অবসরপ্রাপ্ত)। ভারত মহাসাগরের নানা আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ২২ দিনের সমুদ্র যাত্রার পরে আইএনএসভি তারিণী ২১ মার্চ ২৪-এ পৌঁছায় মরিশাসের পোর্ট লুই-তে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এখানে আধিকারিকরা মরিশাস উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং ভারতীয় হাই কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পান। সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের প্রতীক স্বরূপ এই জলযানে মরিশাস উপকূল রক্ষী বাহিনী আধিকারিকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়। এতে সমুদ্র পথে যুক্ত দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং মৈত্রী আরও জোরদার হল।

পোর্ট লুই-তে ব্যস্ততম কর্মসূচির পরে লেফেটন্যান্ট কমোডর দিলনা কে এবং লেফেটন্যান্ট কমোডর রূপা এ গোয়ায় ফেরার জন্য প্রস্তুত হন। ৩০ মার্চ ২৪-এ প্রত্যাবর্তন শুরু করার পর দুই আধিকারিক প্রবল হাওয়া এবং উত্তাল সমুদ্রের মুখোমুখি হন। কিন্তু তাঁদের অদম্য মনোবল এবং জোরালো সংকল্প আইএনএসভি তারিণীকে নিরাপদে গোয়ায় ফেরত আনলো ২১ এপ্রিল ২৪-এ। তাঁদের এই সাফল্য লিঙ্গ-সাম্যের প্রসারে এবং সমুদ্রে নানা কাজে মহিলাদের সক্ষম করে তুলতে ভারতীয় নৌবাহিনীর দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে। অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করে আধিকারিকরা প্রমাণ করেছেন তাঁদের ব্যতিক্রমী নৌ চালনা কৌশল এবং দৃঢ়তা। তুলে ধরেছেন রোমাঞ্চকর অভিযানের উপযোগী মনোভাব। এই দুই আধিকারিক এখন তাঁদের পরবর্তী বিশাল সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইএনএসভি তারিণীকে নিয়ে তাঁরা বিশ্ব পরিক্রমায় বেরোবেন।

এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিশেষ করে ভারতীয় নৌবাহিনীর মহিলা আধিকারিকদের শুধু প্রেরণা দেবে তাই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ প্রদর্শন করবে, যাতে সমুদ্রে যে কোনো রকম রোমাঞ্চকর অভিযানের মোকাবিলা তাঁরা করতে পারেন। আইএনএসভি তারিণীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আইএনএসভি মাণ্ডবীর বোট পুলে আইএনএস মাণ্ডবীর কম্যান্ডিং অফিসার এবং উত্তর গোয়ার নৌ ঘাঁটির কম্যান্ডার। উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনীর আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন যা ভারতীয় নৌবাহিনীর ঐক্যবদ্ধ সাফল্য এবং বন্ধুত্বের প্রতীক।

৩ পাতার পর

১৮ তম মুম্বই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (এমআইএফএফ)-এ বিশেষ অ্যানিমেশন কর্মশালার আয়োজন এনএফডিসি-র

করতে বলা হয়েছে। ১৬ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় পাঁচদিনের এই কর্মশালায় ওয়ার্নার ব্রাদার্সের একজন বর্ষীয়ান অ্যানিমেশন ছবি নির্মাতা হাজির থাকবেন। তিনি ব্যাটম্যান, ওয়ান্ডার ওম্যানের মতো উল্লেখযোগ্য প্রকল্পে কাজ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের সিনেমাজগত, সিরিজ এবং গেমিং অ্যানিমেশনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে তাঁরা হাতেকলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাবেন। ভারতে অ্যানিমেশন ক্ষেত্রের দ্রুতগতিতে বিকাশ ঘটছে। এই শিল্পের অগ্রগতির হার ২৫ শতাংশ। মোট আসন রয়েছে ২০টি। আগে এলে আগে ভিত্তিতে আজ থেকে নথিভুক্তি শুরু হয়েছে। অংশগ্রহণের জন্য ফি ধার্য করা হয়েছে এককালীন ১০ হাজার টাকা। মুম্বইয়ের এনএফডিসি ভবনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

২ পাতার পর

গৃহযুদ্ধে পুড়ছে মায়ানমার

বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন। তিনি জানান, “নায্যতার ভিত্তিতে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দায় ও দায়িত্বগ্রহণ নীতি বাস্তবায়ন না করলে, শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ইউএনএইচসিআর, আইওএম এবং ডব্লিউএফপি'র পক্ষে রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্য কার্যক্রম চালানো এবং সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে না।”এদিকে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহম্মদ নূর হাশেম নামে এক রোহিঙ্গা নেতা জানান, হিংসার কারণে রাখাইন প্রদেশ থেকে রোহিঙ্গারা পালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ছোট নৌকায় করে নাফ নদী পার হয়ে ২০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ সীমান্তে চলে এসেছেন। রোহিঙ্গা ঢল ঠেকাতে সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। কক্সবাজারে শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন বিষয়ক অতিরিক্ত কমিশনার আবু সালেহ মোহাম্মদ আনাদোলুকে জানান, সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক রয়েছে। তারা অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত।

৩ পাতার পর

চাকরি হারানো শিক্ষকরা ভোটের ডিউটি করতে পারবেন না

সাড়ে ১৭ হাজার ভোটকর্মীর শূন্যস্থান কমিশন পূরণ করবে তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।সেখানেই বলে দেওয়া হয়েছে, ২০১৬ সালের প্যানেলে এসএসসি'র মাধ্যমে যারা চাকরি পেয়েছিলেন সেই ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করা হল। একই সঙ্গে যাদের অতিরিক্ত পদ তৈরি করে চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরও চাকরি বাতিল করে দেওয়া হল। একই সঙ্গে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, যাদের চাকরি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের কেউ আর ভোটে ডিউটি দিতে পারবে না। এমন শিক্ষিক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা সাড়ে ১৭ হাজার, এরা আর ভোটের ডিউটি করতে পারবেন না।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজেও মনসা পূজা প্রচলন লাভ করে। মনসার সাথে উচ্চবর্ণের ব্রাক্ষণদের আত্মীয়তা কীভাবে গড়ে উঠলো সেই কথাটা একটু বলি। বর্তমানে মনসা আর আদিবাসী দেবতা নন, বরং তিনি একজন হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁকে নাগ বা সর্পজাতির পিতা কশ্যপ ও মাতা কদ্রুর সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ মনসাকে শিবের কন্যারূপে কল্পনা করে তাঁকে শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার প্রেম ছিল: শ্রীলেখা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টলিপাড়ার অন্যতম ঠোঁটকাটা ব্যক্তিত্ব শ্রীলেখা মিত্র। বছর তিনেক আগে ইন্ডাস্ট্রির 'হেভিওয়েট'দের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। স্বজনপোষণের অভিযোগ এনেছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে ফের সরব হলেন শ্রীলেখা। জানালেন না জানা অনেক কথা। বছর কয়েক আগে ঋতুপর্ণা বলেছিলেন, 'আমি তো ১৫ বছর বুম্বাদার সঙ্গে কাজ করিনি, তখন কেন শ্রীলেখা কাজ করল না প্রসেনজিতের সঙ্গে?' এর প্রতিউত্তরে শ্রীলেখাও দিয়েছেন স্পষ্ট জবাব, 'আমরা প্রায় একসময়ই ছবি করা শুরু করি, তখন তো ওদের (প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা) প্রেমটা ছিল। সেই সময় ব্যাপারটা আজকের মতো ছিল না। প্রযোজক হিরোর কাছে আসত। সেই সময় হিরো শুধু নায়িকা নয়, চরিত্রাভিনেতাদের নামও বলে দিত। এটাই পাওয়ার গেম। এখন তো আর সেটা সম্ভব নয়। এটা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। মানুষ এসব করার আগে পাঁচবার ভাববে। মি টু-ফি টু, এত কিছু হয়ে গেছে।'

প্রসেনজিতের কাছ থেকে কোনো ধরণের কুপ্রস্তাব পাননি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'একটা ব্যাপার হয়ে গেছে... বুম্বাদা আমাকে কোনওরকম প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই, বুম্বাদা আমাকে 'কোনওদিন কোনওরকম কুপ্রস্তাব দেয়নি। আমি সেই সময় শুধু কাজ করতাম। কাজের পরে আড্ডাটা মারিনি। ফলে কারও কোনও গুড বুকে ছিলাম না, কারণ আমি মনে করতাম কাজ করাই আমার পিআর। আমি আজ পর্যন্ত কোনওদিন প্রেস ডেকে বড় করে জন্মদিনও পালন করিনি।'

শিল্পা শেঠি-রাজ কুন্দ্রার ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তথা ইডির এই বাজেয়াপ্তের ঘটনাটি ঘটেছে। বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে শিল্পার স্বামী রিপু সুদন কুন্দ্রা ওরফে রাজ কুন্দ্রার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। সূত্র: দি ওয়াল

ইডির এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, 'প্রিভেনশন অব মানি-লন্ডারিং অ্যাক্ট ২০০২' (পিএসএলএ)-এর আওতায় মুম্বাইয়ের ইডি এই একশ' কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পা শেঠীর নামে থাকা জুহুর ফ্ল্যাট, পুনার বাসভবন এবং রাজকুন্দ্রর নামে থাকা ইকুইটি শেয়ারও। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কুন্দ্রার বিরুদ্ধে চলমান অর্থ-পাচার তদন্তের সময় এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ইডি থেকে জানানো হয়েছে, এই তদন্ত শুরু হয়েছে মুম্বাই ও দিল্লি পুলিশের কাছে নথিবদ্ধ থাকা এফআইআরের ভিত্তিতে। ইডি জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতিমাসে ১০ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অংকের অর্থ বিটকয়েন আকারে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটেছে ২০১৭ সালে এবং হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ছয় হাজার ছয়শ' কোটি টাকার মতো।

শাড়ি নিয়ে মমতার মন্তব্যে বিভক্ত নেটদুনিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর শাড়ির আঁচল নিয়ে একটা মন্তব্য করেন। যার প্রথম প্রতিবাদ করেন পশ্চিমবঙ্গের আরেক অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। এরপর থেকেই মমতার মন্তব্যটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। সাধারণ মানুষ, অভিনয়শিল্পী থেকে শুরু করে লেখক, সমাজকর্মী- সবাই মমতা শঙ্করের ওই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। আবার কেউ কেউ ভিন্ন ভাবেও দেখছেন বিষয়টিকে।

নতুন প্রজন্মের নারীদের সাজ নিয়ে মমতা শঙ্করের কী ভাবনাচিন্তা, এমনটা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানতে চাওয়া হলে অভিনেত্রী বলেন, আজকাল শাড়ি পরবেন, কিন্তু আঁচল ঠিক থাকবে না! তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। আগে যাদের তিনি রাস্তার মেয়ে বলতেন, যারা ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তারা ওইভাবে দাঁড়াতেন। সূত্র: আনন্দবাজার

একই প্রসঙ্গে মমতা শঙ্কর আরও বলেন, 'গ্রামে মহিলাদের কাজ করতে গিয়ে হয়তো আঁচল সরে যেত। তাতে কোনো দোষ ছিলো না। আর যৌনকর্মীরা তো পেশার তাগিদে পুরুষদের আকর্ষণ করার জন্য ওভাবে শাড়ি পরে থাকেন। মেয়েদের একটা শালীনতার জায়গা আছে, যা দেখে ছেলেরা সম্মান করবে। মেয়েদের নিজেদের যদি এই মর্যাদা না থাকে, তা হলে ছেলেরা সম্মান করবে কীভাবে!' অভিনেত্রীর এই বক্তব্যগুলো নিয়েই চলছে বিতর্ক। মমতার মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন লেখক তসলিমা নাসরীন। তিনি বলেন, 'যে পুরুষেরা মনে করে মেয়েদের শালীনতা নির্ভর করে মেয়েরা কাপড়চোপড় দিয়ে শরীর কতটা ঢাকল তার ওপর, সেই পুরুষদের তিরস্কার না করে মমতা তিরস্কার করছেন মেয়েদের। তিরস্কার করে তিনি যে পুরুষতন্ত্রের ধারক এবং বাহক- সেটাই প্রমাণ করলেন।'

এদিকে মমতার মন্তব্য নিয়ে আলোচনা তৈরি হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ডিজিটাল স্কেচ, যেখানে ল্যাম্পপোস্টের নিচে এক নারীকে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক মডেল আবার শাড়ি পরে ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ভাইরাল ডিজিটাল স্কেচটি নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করে লেখেন, 'তিনি এ রকম একটা ছবি তুলবেন ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়ানো খারাপ মেয়েগুলোকে উৎসর্গ করে। শাড়ির আঁচলেই কিনা সব সম্মান লুকিয়ে আছে, যদি তারা জানত।'

অন্যদিকে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র অবশ্য মনে করেন ঢালাও সমালোচনার আগে অভিনেত্রী কী বলেছেন, সেটা বোঝা জরুরি। তার মতে, মমতা শঙ্করের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করছেন সবাই।

ফ্রান্সে শুটিং সেটে আহত হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড-হলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া শুটিং সেটে আহত হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রক্তাক্ত মুখের একটি ছবি পোস্ট করে আহত হওয়ার বিষয়টি নিজেই জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।

ফ্রান্সে 'হেডস অফ স্টেট' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেখানেই অ্যাকশন দৃশ্য করতে গিয়েই গুরুতর আহত হয়েছেন বলিউডের দেশি গার্ল। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে রক্তাক্ত মুখের একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।

ছবির ক্যাপশনে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'জানি না আর কতবার রক্তাক্ত হতে হবে!'

ছবিতে দেখা যায়, প্রিয়াঙ্কার কপাল ও গালের একপাশে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। চোখে মুখে ক্লান্তি। এদিকে অভিনেত্রীর এমন ছবি দেখে বেশ চমকে গেছেন তার ভক্তরা।

জানা গেছে, ফ্রান্সে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তার মেয়ে মালতিও রয়েছে। সিনেমার শুটিংয়ের ফাঁকে মেয়ের সঙ্গে ভালো সময়ও কাটাচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াতেও দেখা গেছে মা ও মেয়েকে।

১০ বছরের ছোট নিক জোনাসকে বিয়ে করেন প্রিয়াঙ্কা। তাদের সংসারে মালতী নামের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বিয়ের পরই পাকাপাকিভাবে আমেরিকায় চলে যান প্রিয়াঙ্কা। ক্যারিয়ারে ইতোমধ্যে একাধিক হলিউড সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন তিনি। সর্বশেষ অভিনেত্রীকে কিয়ানু রিভসের 'দ্য ম্যাট্রিক্স রেসারেকশন' সিনেমায় দেখা গেছে প্রিয়াঙ্কাকে।

মাঠেই ফুটবলারকে চাবুকপেটা:

কঠোর আইনের প্রতিশ্রুতি সৌদির

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পাঁচ দিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসেছিল সৌদি সুপার লিগের ফাইনালের আসর। গ্যালারিতে নেইমারের উপস্থিতিতে করিম বেনজেমার দল আল ইত্তিহাদকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে আল হিলাল। ঘরে তুলেছে শিরোপা।

বৃহস্পতিবারের ওই ম্যাচে শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, ঘটেছে ভয়াবহ এক ঘটনা। চাবুক নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন এক সৌদি দর্শক। ম্যাচ শেষে কাছাকাছি পাওয়া আল ইত্তিহাদের মরোক্কান স্ট্রাইকার আব্দেররাজ্জাক হামদাল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বাজে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিবাদ স্বরূপ হাতে থাকা পানি ছুড়ে মারেন হামদাল্লাহ। তখনই ঘটে বিপত্তি। হাতে থাকা চাবুক সপাটে একের পর এক মারতে শুরু করেন ওই ভক্ত। তাৎক্ষণিক কয়েকজন ছুটে এসে ওই ফুটবলারকে সরিয়ে নেন। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সৌদি আরবিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর আইন করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সৌদি ফুটবল ফেডারেশন ও সৌদি আরবের প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলেছে- আল ইত্তিহাদের ফুটবলার বহিরাগত ভক্তের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতনের জঘন্য ঘটনায় তারা স্তব্ধ। মাঠে যাতে ফুটবল উপভোগ্যই থাকে সেজন্য নিরাপত্তা জোরদারের কথাও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'সৌদিতে ফুটবল পারিবারিক খেলা। ভক্তদের বাজে আচরণ এখানে দেখা যায় না বললেই চলে। তথাকথিত একজন ভক্তের এমন বাজে আচরণ তাই সৌদি ফুটবলের পূর্ণাঙ্গ চেহারা নয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়। ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে সৌদি ভক্তদের আচরণবিধিগত আইন পর্যালোচনা করা হবে এবং অবশ্যই কঠোর শাস্তির বিধান যুক্ত করা হবে। যদিও এই ম্যাচটি সৌদির বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তারপরও সৌদি ফুটবল কর্তৃপক্ষ এখন থেকে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

প্যারিস অলিম্পিকের ১০০ দিনের 'ক্ষণগণনা' শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : গ্রীসের প্রাচীন শহর অলিম্পিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় অলিম্পিক গেমস-২০২৪ এর মশাল। একইদিন শুরু হয় প্যারিস অলিম্পিকের ১০০ দিনের ক্ষণগণনা। ১০০ দিন পর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শুরু হবে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' খ্যাত অলিম্পিক গেমস।

২৬ জুলাই ফ্রান্সের সিন নদীতে হবে ব্যতিক্রমধর্মী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। তবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁক্রো জানিয়েছেন, নিরাপত্তাজনিত কারণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভেন্যু পরিবর্তন হতে পারে।

সিন নদীতে অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৬০ হাজার দর্শক হাজির হওয়ার কথা রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য হাজার হাজার টিকিট ফ্রি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ফ্রান্সের সরকার। সেক্ষেত্রে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্রি টিকিট বাতিল হবে এবং আমন্ত্রিত অতিথি ও টিকেট কিনে সর্বমোট ৩০ হাজার দর্শক উপস্থিত হতে পারবে।

প্যারিস অলিম্পিকের নিরাপত্তায় ২০ হাজার সেনার সঙ্গে একযোগে কাজ করবে ৪০ হাজার পুলিশ।

প্যারিস অলিম্পিকে মোট খরচ হবে ৯.৭ বিলিয়ন ডলার। যা ২০২১ টোকিও অলিম্পিক, ২০১৬ রিও অলিম্পিক ও ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকের চেয়ে কম।

আসন্ন বিশ্বকাপে নতুন দায়িত্বে দেখা যাবে কোহলিকে!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৭তম আসর। যেখানে খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে দল হারলেও ব্যাট হাতে চার-ছক্কার ঝড় তুলে যাচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক ভিরাট কোহলি।

কোহলি সচরাচর তিনে ব্যাট করতে নামলেও এবার অবশ্য নতুন পজিশনে দেখা গেছে তাকে। এবার দলের হয়ে ওপেনিং করছেন তিনি। যেখানে বেশ ভালোভাবেই নতুন দায়িত্বেও জ্বলে উঠেছেন কোহলি। আর তাই এবার টি-২০ বিশ্বকাপেও কোহলিকে দিয়ে ওপেন করানোর কথা ভাবছেন নির্বাচকরা।

এমন তথ্য জানিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ভারতের জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যম দৈনিক জাগরণ। তারা জানিয়েছে, রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেনিংয়ে কোহলিকে চান ভারতের নির্বাচকরা।

চলতি আসরে ৭ ম্যাচ খেলে ১ সেঞ্চুরি ও ২ অর্ধশতকে ৭৯.৩৪ গড়ে ৩৬১ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইক রেটও ১৪৭.৩৪। তারপরও ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে কোহলির জায়গা হবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা কাটছে না।

আইপিএলে বিরাট কোহলি প্রায় প্রতি ম্যাচেই রান করলেও হেরেই চলেছে তার দল বেঙ্গালুরু। শতক হাঁকিয়েও স্ট্রাইক রেটের জন্য তিরস্কার শুনতে হয়েছে এই কিংবদন্তিকে। জুনে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলির জায়গাটা অনিশ্চিত হওয়ার পেছনে স্ট্রাইকরেটকেই দায়ী করছেন বিশ্লেষকরা।

তবে জাগরণের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে বিশ্বকাপে যেতে পারেন শুভমান গিল। এদিকে কোহলি ওপেনিং করলে তিনে দেখা যেতে পারে সূর্যকুমার যাদবকে।

'মিডল অর্ডারে বিবেচনা করা হতে পারে রিঙ্কু সিং, রাইয়ান পরাগ কিংবা শিভাম দুবেদের। জায়গা নড়বড়ে হয়ে আছে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার। পুরো দমে বোলিং করতে পারলেই কেবল তাকে বিশ্বকাপে নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচকরা।'

আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে নিয়মিতই ইনিংসের উদ্বোধন করেন কোহলি। তবে জাতীয় দলে তার পছন্দের জায়গা তিন বা চার নম্বরে। ২০০৮ সালে ওপেনার হিসেবেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় কোহলির।

এরপর সময়ের সঙ্গে নিজেকে তিন নম্বরে থিতু করেন বিরাট। অথচ ওপেনার হিসেবেও রেকর্ড দুর্দান্ত তার। ৯টি টি-টোয়েন্টিতে ওপেনার হিসেবে নেমে ৫৭ গড়ে ৪০০ রান করেছেন তিনি। যা তার ক্যারিয়ার গড়ের চেয়ে (৫১) বেশি। ওপেনার হিসেবে স্ট্রাইকরেট ১৬১, অথচ তিন নম্বরে তার স্ট্রাইকরেট মাত্র ১৩৮!

বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে একবারই ওপেনিং করেছিলেন কোহলি। সেই ম্যাচে কোহলির ৫২ বলে ৯৪ রানে ভর করে ভারত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২২৪ রান তোলে। সেদিন ভারত প্রথম ৯ ওভারে তোলে ৯৪ রান।

তাই বিশ্বকাপের জন্য রোহিতের পার্টনার হিসেবে কোহলিকে বিচার করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে গত সপ্তাহে মুম্বাইয়ে রোহিত, রাহুল দ্রাবিড় এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার বৈঠকও করেছেন। এমনটাই দাবি জাগরণের।

তবে এই বৈঠকের কথা অস্বীকার করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি বলেছেন, আমি কারও সঙ্গে দেখা করিনি। অজিত আগরকার দুবাইয়ের কোথাও একটা গলফ খেলছে এবং রাহুল দ্রাবিড় বেঙ্গালুরুতে বসে তার বাচ্চাদের খেলা দেখছে। দ্রাবিড় মুম্বাইয়ে এসেছিল।

'কারণ, সে তার ছেলেকে সিসিআই-এ লাল মাটির উইকেটে খেলতে নিয়ে এসেছিল। সত্যি বলতে, আমাদের দেখা হয়নি। আমরা কোনও বৈঠকও করিনি।'

তিনি আরও বলেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না আমি, রাহুল, অজিত বা বিসিসিআই-এর কেউ এসে ক্যামেরার সামনে কোনও কথা বলছে, তার আগে পর্যন্ত কোনও খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সবটাই ভুয়ো।

মেসিদের লিগে নতুন নিয়ম, অভিনয় করলেই 'মাঠের বাইরে'

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল মাঠে নিয়মকানুনের বালাই সবচেয়ে বেশি। অবশ্য খেলাটায় সময় বেশ গুরুত্বপুর্ণ বলেই দিনকে দিন নিয়মকানুন আরও জোরালো করা হচ্ছে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) যুক্ত হচ্ছে নতুন তিন নিয়ম। তার মধ্যে একটি হলো, মাঠে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়েও অভিনয় করলেই চলে যেতে হবে মাঠের বাইরে।

২০ এপ্রিল থেকে চালু করা হবে নতুন তিনটি নিয়ম। তিন নিয়মের দুটিতে অবশ্য মেসি-সুয়ারেজরা সুবিধা পাবেন যদি সেটি প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা করেন। তাদের নিজেদের দলের খেলোয়াড়রা সেটি করলে উল্টো বিপদ বাড়বে ইন্টার মায়ামির।

তিনটি নিয়মের প্রথমটি হলো, আঘাতপ্রাপ্ত না হয়েও বা সাধারণ ইনজুরিতে ১৫ সেকেন্ডের বেশি সময় মাঠে পড়ে থাকলে সেই খেলোয়াড়রকে দুই মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে চলে যেতে হবে। অর্থাৎ তাকে মাঠের বাইরে চিকিৎসার জন্য নেওয়ার পর তাকে ফিরতে হবে দুই মিনিট পর। তবে রেফারি কার্ড দেখালে অথবা বড় ধরনের ইনজুরির ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে না।

দ্বিতীয়টি হলো, ১০ সেকেন্ডের মধ্যে বদলি খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে বের হতে হবে। অনেক সময়েই দেখা যায় বদলি খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করেন। এমএলএস-এর নতুন নিয়মে ম্যাচ অফিসিয়াল কারও জার্সি নাম্বার ইলেক্ট্রনিক বোর্ডে দেখানোর ১০ সেকেন্ডের তাকে টাচলাইন দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে।

যদি ১০ সেকেন্ডের মধ্যে বদলি খেলোয়াড় টাচ লাইন দিয়ে মাঠের বাইরে বের হতে না পারেন তখন, শাস্তির ব্যবস্থা আছে। শাস্তি হলো, বদলি হিসেবে মাঠে নামা খেলোয়াড়কে অন্তত এক মিনিট বা পরবর্তীতে কোনো কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার পর মাঠে প্রবেশ করতে হবে।

তৃতীয় নিয়মটি হলো, স্টেডিয়ামে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) ঘোষণা। এই নিয়মটি কাতার বিশ্বকাপে দেখানো হয়েছিল। এই নিয়মে ভিএআর সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া হয়েছে বা কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে, সেটা ম্যাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামে দর্শকদের ব্যাখ্যা করা হবে। তবে ভিএআর কর্মকর্তা আর রেফারির মধ্যে মূল আলোচনা গোপনই থাকবে।

শাহিন শাহ আফ্রিদির সাথে বিবাদের বিষয়টি অস্বীকার করলেন বাবর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সাবেক অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির সাথে সম্পর্কে টানাপোড়েন নিয়ে গুঞ্জন থাকলেও অস্বীকার করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। তিনি জানিয়েছেন, যেকোনো পরিস্থিতিতে আমরা একে অপরকে সমর্থন করি।

গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে পর পাকিস্তানের তিন ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ান বাবর। এরপর টেস্টে শান মাসুদকে এবং টি-টোয়েন্টি পাক দলের নেতৃত্বে আসেন আফ্রিদি। এ বছরের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেন আফ্রিদি। ওই সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে হারে পাকিস্তান। সম্প্রতি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে (পিসিবি) পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। এতে সাদা বলের ক্রিকেটে পুনরায় পাকিস্তানের অধিনায়কের দায়িত্ব পান বাবর। এরপরই গুঞ্জন উঠে, বাবর ও আফ্রিদির সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। এসব গুঞ্জনকে উড়িয়ে দিয়েছেন বাবর।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনে বাবর বলেন, 'একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাই, আফ্রিদি ও আমার সম্পর্ক নতুন নয়। এই সম্পর্ক অনেক পুরনো। আমরা প্রতি মুহূর্তে একে অন্যকে সমর্থন করি। আমাদের লক্ষ্য পাকিস্তানকে সামনের সারিতে রাখা এবং পাকিস্তানের নাম উজ্জ্বল করা। আমরা ব্যক্তিগত সাফল্য নিয়ে ভাবি না। সৌভাগ্যক্রমে আমার দলে এমন কিছুনেই।'

তিনি আরও বলেন, আমি সব সময় বিশ্বাস করি, পারফরমেন্সের দিয়েই সবাই দলে আছে। যখন অনেক প্রতিভা থাকবে, তখন একাদশ করা কঠিন হয়ে যায়। আমরা পাকিস্তানের জন্য সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবো। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এই সিরিজ দিয়েই শুরু হবে।'

টাইব্রেকারে কপাল পুড়লো সিটির, সেমিতে রিয়াল মাদ্রিদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শুরুতে গোল হজম, তারপর আক্রমণের ঝড়। চললো ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির লড়াই। দ্বিতীয়ার্ধে সমতায়ও ফিরলো সিটিজেনরা। তবে আর কোনো গোল হলো না। ম্যাচ গেলো অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও কেউ পায়নি গোল। তাই ম্যাচ গেলো টাইব্রেকারে। পুরো ম্যাচ জুড়ে কোণঠাসা হয়ে পড়া রিয়াল মাদ্রিদ শেষ পর্যন্ত খেলা ঘুরিয়ে দিলো টাইব্রেকারে। আর তাতেই সিটিকে ধরাশায়ী করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে উঠল কার্লো আনচেলত্তির দলটি।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ১-১ সমতার পর পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ ব্যবধানে জেতে রিয়াল মাদ্রিদ। এর আগে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে প্রথম লেগের ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছিল।

গত আসরে সিটির কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবারের সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ। অপর সেমিফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড।

ইতিহাদের ম্যাচটিতে ম্যানচেস্টার সিটি হেরেছে আসলে রিয়ালের রক্ষণের কাছে। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় বলে দখল, বেশি আক্রমণ আর বেশি দাপট দেখালেও রিয়ালের রক্ষণ দেয়াল ভেদ করতে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে সিটিকে। যে দেয়ালের সর্বশেষ রক্ষক ছিলেন গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন। রিয়াল গোলকিপার টাইব্রেকারেই প্রতিহত করেছেন বের্নার্দো সিলভা ও মাতেও কোভাচিচের শট। বিপরীতে সিটি গোলকিপার এদেরসন আটকাতে পেরেছেন শুধু লুকা মদরিচের শট।

ছেলের স্বপ্ন পূরণে

পেশাদার ফুটবলে ফিরছেন রোমারিও

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোমারিও অবসর নিয়েছিলেন ১৬ বছর আগে, ২০০৮ সালে। এরপরও অবশ্য ঘরোয়া লিগে একবার মাঠে নেমেছিলেন বাবার ইচ্ছা পূরণে। এবার ছেলের স্বপ্ন পূরণে আরেকবার মাঠে নামতে যাচ্ছেন এই কিংবদন্তি। ফলে ১৫ বছর পর রোমারিওকে দেখা যাবে পেশাদার ফুটবলে।

রোমারিওর ফেরার খবরটি জানিয়েছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো। তারা জানিয়েছে, মাঠে ফিরতে ক্যাম্পেনাতো ক্যারিওকা সিরি-আ টু'তে নাম নিবন্ধন করিয়েছেন রোমারিও। তবে পুরো মৌসুম খেলবেন না। ছেলের সাথে কয়েকটি ম্যাচ একত্রে খেলবেন বলেই জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে রোমারিওর ভাষ্য, 'আমার মাঠে ফেরায় চোখ রাখুন। পুরো চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমার লক্ষ্য না। পছন্দের দল মেকাওয়ের (আমেরিকা ক্লাবের তকমা) হয়ে কিছু ম্যাচ খেলতে চাই। এর পাশাপাশি নিজের আরেকটি স্বপ্নও পূরণ করতে চাই; ছেলের সঙ্গে খেলতে চাই।'

১৯৯৪ বিশ্বকাপজয়ী রোমারিও রিও ডি জেনিরোর ক্লাব আমেরিকার সভাপতি। এই ক্লাবের হয়েই রিও ডি জেনিরোর স্টেট ফুটবল লিগের দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিযোগিতায় মাঠে নামবেন ৫৮ বছর বয়সী রোমারিও। একই ক্লাবে বর্তমানে খেলছেন তার ছেলে ৩০ বছর বয়সী রোমারিনিও।

এই বয়সে মাঠে নেমে কতোটা কি করতে পারবেন রোমারিও, সেটাও প্রশ্ন থেকে যায়। তবে এ ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি, 'খুব কম অ্যাথলেট এবং ফুটবলারই নিজের ছেলের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পায়। আমার বয়স ৫৮ বছর হলেও এখনো বেশ ভালো বোধ করছি। খেলার জন্য নিজেকে যথেষ্ট যোগ্য বলেই মনে করি।'

এই ম্যাচে মাঠে নামার জন্য অবশ্য পারিশ্রমিকও নেবেন রোমারিও। তবে সেটার পরিমাণ খুবই সামান্য, আনুষ্ঠানিকতা যাকে বলে আর কি! তবে সেই বেতনের অঙ্কটা আবার ফিরিয়েও দেবেন আমেরিকা ক্লাবকে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR